দিকশূল
নিউ থিয়েটার্সের
THE NEW THEATRES LIMITED
নূতন চিত্র
Samanta.

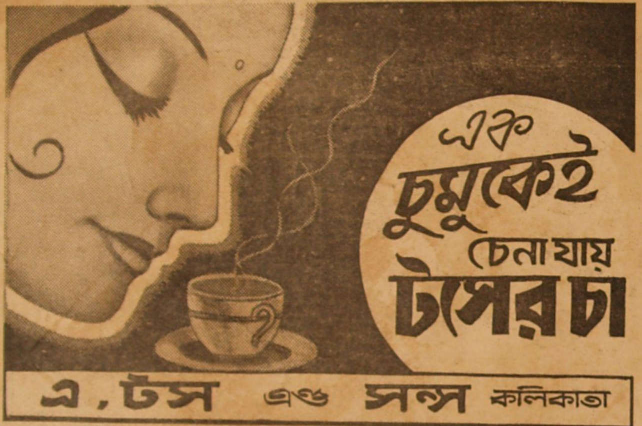

সর্ব্বত্র পাইবেন

নিউ থিয়েটার্সের নব-নিবেদন

দিকশূল

নিউ থিয়েটার্স লিমিটেড্
১৭২, ধর্ম্মতলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

—কুশীলব—

ছবি বিশ্বাস, অঞ্জলি রায়, শৈলেন চৌধুরী, রেণুকা রায়, রাধারাণী, হরিমোহন বসু, নরেশ বসু, মনোরমা, তুলসী চক্রবর্ত্তী, উষাবতী (পটল), গণেশ গোস্বামী, ইলারাণী, মিহির ভট্টাচার্য্য, আশু বসু, বেচু সিংহ, নকুল দত্ত, জ্যোৎস্না মিত্র, কেনারাম বন্দ্যোপাধ্যায়, কালী গুহ, মনোরঞ্জন সরকার, মহেশ গুপ্ত, গোকুল মুখোপাধ্যায়, কালী ঘোষ, শৈলেন বসু, ভোলানাথ সিংহ, বিমল রায়, কামিনী মিত্র, বিজয় মুখোপাধ্যায়, অমিয় বসু, দয়া, শান্তা, বেলা, উষা, বীণা বসু, মনোরমা (ছোট) প্রভৃতি।

❀ সংগঠনকারী ❀

পরিচালক: প্রেমাঙ্কুর আতর্থী

কথা-শিল্পী: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়

চিত্ররূপদাতা :: প্রেমাঙ্কুর আতর্থী, ভোলানাথ মিত্র, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

সংলাপ-রচনায় :: উপেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায়, ভোলানাথ মিত্র

সুর-শিল্পী :: পঙ্কজ মল্লিক। শব্দ-যন্ত্রী :: শ্যামসুন্দর ঘোষ

চিত্র-শিল্পী :: রবি ধর। চিত্র-সম্পাদক :: চারুচন্দ্র ঘোষ

শিল্প-নির্দেশক :: সৌরেন সেন। রসায়নাগারিক :: পঞ্চানন নন্দন

গীতকার :: কাজী নজরুল ইসলাম, প্রণব রায়, ভোলানাথ মিত্র

সজ্জ-সচীব :: জনু বড়াল। ব্যবস্থাপক :: অমর মল্লিক

সহকারী :: পরিচালনায়: ভোলানাথ মিত্র, মনুজেন্দ্র ভঞ্জ

চিত্র-শিল্পে: মনু বন্দ্যোপাধ্যায়, নির্ম্মল গুপ্ত

সুর-শিল্পে: বীরেন বল, তারক দে। শব্দানুলেখনে: রণজিৎ দত্ত

চিত্র-পরিস্ফুটনে: বলাই ভদ্র। স্থির-চিত্র-শিল্পে: প্রভাকর হালদার

দৃশ্য-সংস্থাপনে: পুলিন ঘোষ

ব্যবস্থাপনায়: অনাথ মৈত্র, খগেন হালদার, বীরেন দাস ও ধীরেন দাস

আর, সি, এ, শব্দযন্ত্রে গৃহীত

বিবিধ-শিল্প-সামগ্রী: কমলালয় ষ্টোর্স লিমিটেডের সৌজন্যে

পরিবেশক: ডিলুক্স ফিল্ম ডিষ্ট্রিবিউটার্স, কলিকাতা

কাহিনী—

যেদিন রমাপদ'র এম্-এ পাশের খবর এল সেইদিনই সে তার মাকে হারাল। অল্প বয়সে পিতৃহীন হওয়ার পর থেকে এই মা-ই তাকে মানুষ ক'রে তুলেছিলেন; গায়ের গহনা বিক্রী ক'রে লেখাপড়া শিখিয়েছিলেন—সংসারের কোন আঁচ তার গায়ে লাগ্‌তে দেননি।

তাই মাকে হারিয়ে রমাপদ চোখে অন্ধকার দেখ্‌লে।

মা-ই রমাপদর বিয়ে দিয়ে গিয়েছিলেন। বছর না ঘুর্‌তেই স্ত্রী সরমার কোলে এল টুকটুকে ছোট্ট খোকা—মণ্টু। কিন্তু তার মুখের দুধটুকুও সংগ্রহ করা কঠিন হয়ে উঠ্‌ল চাকরির অভাবে। হাতে এক পয়সার সংস্থান নেই—ভাগলপুরের মত জায়গায় চাকরির সম্ভাবনাও কম।

সৌভাগ্যের মধ্যে বসত-বাটীটি ছিল রমাপদ'র পিতৃদত্ত সম্পত্তি। সেইটি ভাড়া দিয়ে ছোট্ট একটি বাড়িতে নিজেরা উঠে গিয়ে সামান্য কিছু আয়ের উপায় স্বামী-স্ত্রীতে করেছিল। কিন্তু বিপদ বাধল, যখন চিঠি এল রমাপদ'র ভায়রাভাই নরেশের কাছ থেকে। ক'ল্‌কাতার বনেদি বড়লোক তিনি—স্ত্রী সুকুমারীকে নিয়ে কাশী যাবার পথে দু'দিন ভাগলপুরে থেকে যাবেন লিখেছেন। ধনী কুটুম্বদের কেমন ক'রে আদর-আপ্যায়ন ক'রবে ভেবে রমাপদ যেমন বিব্রত হয়ে প'ড়ল, সরমা তেমনি আনন্দিত হ'ল অনেকদিন বাদে তার দিদি-ভগ্নিপতিকে দেখতে পাবে বলে।

সরমার বড়বোন সুকুমারীকে ভগবান সম্পদ দিতে কার্পণ্য করেন নি। শ্বশুরকুলের বিশাল জমিদারীর একমাত্র মালিক তার স্বামী নরেশ—রূপে,

গুণে, বিদ্যায় একেবারে আদর্শ চরিত্র। একাধারে সুরসিক এবং পত্নীপরায়ণ। কিন্তু তবুও সুকুমারীর মনের গোপন কোণে মাঝে মাঝে নারী-জীবনের চরম দুঃখ জমা হয়ে ওঠে। তার প্রথম সন্তানকে অকালে হারাতে হয়েছিল এবং তার জীবনে আর দ্বিতীয়বার মাতৃত্বের গৌরব লাভ ক'রবার সুযোগ যে আসবে না, তাও ডাক্তাররা জানিয়েছিলেন। তাই, মাতৃত্বের এই অপূর্ণ আকাঙ্ক্ষা কাঁটার মত নিরন্তর তার মনে বিঁধে থাকত।

ভাগলপুরে এসে ছোটবোন সরমার ছেলে মণ্টুকে কোলে নিয়ে সুকুমারীর মন তাই একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দে ভরে উঠল। মনে হতে লাগল মণ্টুই যেন তার মৃতজাত হারানো ছেলে। যে ছেলেকে সে কোনদিন বুকে ধরতে পায়নি তার পাওনা সমস্ত স্নেহ মণ্টুকে উজাড় ক'রে ঢেলে দিয়েও সুকুমারীর পুঁজি যেন ফুরোয় না—সে আরো দিতে চায়। খেলনা জামা-কাপড় বিস্কুট-চকোলেট প্রভৃতি উপহার-সামগ্রীতে ঘর ভরে উঠল।

সুকুমারী মণ্টুকে ছেড়ে একদণ্ডও থাকতে পারে না। দু'দিনের জন্যে ভাগলপুরে বেড়াতে এসে যাই-যাই ক'রে যাওয়া আর তাই ঘটে ওঠে না। একদিন সুকুমারী সরমার কাছে প্রস্তাব ক'রে বসল—"তোর ছেলেকে আমায় পুষ্যিপুত্তুর দে, সরো। ভগবান তোকে অনেক ছেলে মেয়ে দেবেন—কিন্তু আমার তো আর সে আশা নেই।"

বড়বোনের চোখের জলে সরমার মন ভিজে ওঠে। সে বলে, "ছেলে তো আমার একার নয়, দিদি। ওঁকে রাজী করাতে না পারলে—"

প্রস্তাব শুনে রমাপদ গর্জ্জে ওঠে—"আমি রাজী হ'ব! কক্ষনো না। এখন দেখ্‌ছি কতবড় দুরভিসন্ধি নিয়ে এঁরা ভাগলপুরে এসেছিলেন!"

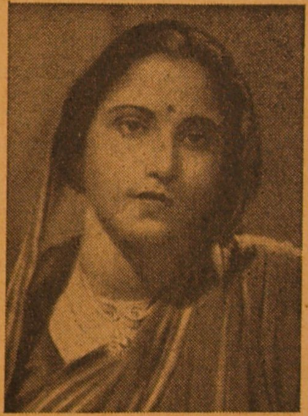

রমাপদ'র ভুল-বোঝা চরমে ওঠে যখন সুকুমারীর তরফ থেকে পাল্টা প্রস্তাব আসে—মণ্টুকে নিয়ে তাদের সঙ্গে কাশীতে যাবার। রোগা ছেলেটারও তাতে শরীর সারবে এবং সুকুমারীও আরো দিনকতকের জন্যে মণ্টুকে নিয়ে থাকতে পারবে। রমাপদ কঠিনভাবে সরমাকে জানালে এতেও তার মত নেই। অবশ্য সঙ্গে সঙ্গে এও বল্লেন, "তোমার ইচ্ছা হয় তো মণ্টুকে নিয়ে তুমি ওঁদের সঙ্গে কাশী যেতে পার—আমি তো রেলগাড়ী আট্‌কে ধরে রাখিনি!"

সরমার মনে হ'ল, রমাপদ অন্যায় জিদের বশে ছেলের স্বাস্থ্যোন্নতির সম্ভাবনাকেও আমলে আনছে না। ছেলেকে বাঁচাতে স্বামীর অন্যায় জিদ মানার চাইতে মায়ের বড় কর্ত্তব্য আছে বলে সরমা মণ্টুকে নিয়ে সুকুমারীদের সঙ্গে কাশী চলে গেল।

রমাপদ আর এক দফা সরমাকে ভুল বুঝলে। সে ভাবলে, তার টাকার জোর নেই বলে সরমা তাকে অবজ্ঞা ক'রে চলে গেল। সেইদিনই সে মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যেমন ক'রে হোক্ টাকা সে রোজগার ক'রবেই।

ভাগলপুরের একটা সিল্কের কারবারে ক্যান্‌ভাসারির চাকরি নিয়ে

রমাপদ বেরিয়ে প'ড়ল দেশ-বিদেশে সিল্কের খরিদ্দার সংগ্রহ ক'রতে। ট্রেনেতে আলাপ হ'ল কয়লাখনির মালিক মুরলীধর চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে। রমাপদর ভাগ্যের চাকা সত্যি-সত্যিই সেদিন ঘুরে গেল। মুরলীবাবুর সুপারিশে রমাপদ চাকরি পেল তিখণ্ডি কলিয়ারি কোম্পানীর সুপারভাইজার হিসাবে। বেতন ধার্য্য হ'ল—মাসে পাঁচশো টাকা।

এদিকে কাশীতে পৌঁছবার পর রমাপদ'র কাছ থেকে কোন চিঠিপত্র না পেয়ে সরমার মন হু হু করে। এমনিধারা হিতে বিপরীত ঘটবে কেই বা তা' ভেবেছিল! সুকুমারীও স্থির থাকতে পারে না। নরেশ নিজে গিয়ে কোথা থেকে রমাপদ'র সন্ধান নিয়ে আসবে তারই জল্পনা-কল্পনা চ'লতে থাকে।

ঠিক সেই সময় রমাপদ এসে হাজির হয় কাশীতে নরেশের বাড়ীতে। স্ত্রীকে সে নিয়ে যেতে চায় তার কর্ম্মক্ষেত্রে। মাসে পাঁচশো টাকা মাইনে তার, যে অভাব-অনটনের জন্যে স্বামীকে অবজ্ঞা করে ও সরমা ছেলেকে নিয়ে বড়লোক ভগ্নিপতির আশ্রয়ে এসে উঠেছিল, তার জ্বালা আর তাকে সইতে হবে না—এই কথাই সে বড় ক'রে সরমাকে জানায়।

সরমা পাথরের মত স্তব্ধ হয়ে শোনে রমাপদ'র কথা। তারপর বলে, "আমি যাব না। যেদিন স্ত্রীর যোগ্য মর্য্যাদা দিয়ে আমাকে নিয়ে যেতে পারবে সেই দিনই যাব,—তার আগে নয়।"

স্ত্রীর এতখানি দম্ভ রমাপদ সইতে পারলে না। সে একাই ফিরে গেল ঝরিয়ার কয়লা-কুঠিতে। যাবার আগে নরেশকে বলে গেল, মন্টুকে দত্তক দিতে তার আপত্তি নেই—যথারীতি দলিল পেলে সে তা' সই ক'রে পাঠিয়ে দেবে।

ঝরিয়াতে সে তারই মত এক সর্ব্বহারার সন্ধান পেল মুরলীবাবুর বাড়ীতে। মুরলীবাবুরই এক বন্ধুর অনাথা মেয়ে—সরযূ। যখন অকালে

বিধবা হয়ে আত্মীয় স্বজনের দুয়ারে গিয়েও সে আশ্রয় পায়নি, তখন মুরলীবাবুই তাকে সসমাদরে নিজের ঘরে ডেকে এনে ঠাঁই দিয়েছিলেন এবং নিজের মেয়ের আসনে তাকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। এতে অবশ্য স্ত্রীর সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ হয়েছিল। কিন্তু অন্যায় সহ্য করবার লোক তিনি ন'ন।

সরযূর ভাগ্যে এমন আশ্রয়ও স্থায়ী হ'ল না। হঠাৎ একদিন সর্পাঘাতে মুরলীবাবুর মৃত্যু হ'ল। মুরলীবাবুর স্ত্রী তাঁর ছেলেকে সঙ্গে ক'রে ঝরিয়ার বাড়ীতে এসে উঠলেন এবং সরযূকে অপমান ক'রে তাড়িয়ে দিলেন।

তখন সরযূকে নিজের বাংলোতে নিয়ে এল রমাপদ। এই ভাগ্য-বিড়ম্বিতা মেয়েটির সঙ্গে তার যেন কোথায় যোগ ছিল। রমাপদ'র বুঝতে বাকী রইল না যে দু'জনকারই জীবন ব্যর্থ হ'তে বসেছে একটা অবলম্বনের অভাবে। তাই সরযূকে নিয়ে নতুন করে সংসার পাতবার স্বপ্ন তাকে পেয়ে বসল।

তাদের স্বপ্ন কি সফল হ'ল? স্বামীর কাছে সরমা যে-মর্য্যাদা দাবী করেছিল, তাও কি সে পেল? আর সুকুমারী—? তার মাতৃ-হৃদয়ের বুভুক্ষা নিয়ে সে কি উপবাসী রইল? মন্টুর কলহাস্য-মুখরিত "দিকশূল"-চিত্রের শেষ পরিণতিতে পাবেন এ সবেরই জবাব।

———

গান—

(এক)

সরমার গান

ফুরাবে না এই মালা-গাঁথা মোর,
ফুরাবে না এই ফুল।
এই হাসি, ঐ চাঁপার সুরভি
ভুল নহে, নহে ভুল ॥
জানি জানি মোর জীবনের সঞ্চয়
রসঘন-মাধুরীতে হবে মধুময়,
(তবে) আমার বকুল-কুঞ্জে বাঁশরী
হইল কেন আকুল ?
কৃষ্ণা-তিথিতে নাই যদি হাসে চাঁদ,
ফুরাবে না মোর পূর্ণরাসের সাধ ;
যমুনার ঢেউ থাকুক আমার,
নাই দেখিলাম কূল ॥

—নজরুল ইসলাম।

(দুই)

সুকুমারীর গান

ঝুম্‌কো লতায় জোনাকি,
মাঝে মাঝে বিষ্টি,
আবল-তাবল বকে কে—
তারও চেয়ে মিষ্টি !
আকাশে সব ফ্যাকাশে,
ডালিমদানা পাকে নি,
চাঁদ ওঠেনি কোলে তার,
মা বলে সে ডাকে নি !
রাগ করেছে বাঘিনী,
বারো বছর হাসে না,
স্বপ্ন তাহার ভেঙ্গে যায়—
খোকা কেন আসে না !
পাথর হয়ে আছে ঝিনুক,
দুধের বাটি, দোলোনা,
মাকে বলে, "খোকা কই ?
কিছুই খেলা হ'ল না !"
তেমনি আছে ঘরের জিনিষ,
কিছুই ভাল লাগে না ;
পা আছ্‌ড়ে মা কেঁদে কয়—
"খোকা কেন জাগে না !"

—নজরুল ইসলাম।

(তিন)

সুকুমারীর গান

হে নয়ন-আনন্দ, ক্ষণিক দাঁড়াও
এই আঁধার নয়ন্‌ 'পরে।
ক্ষণিক সুধারস ক্ষণিকে মিলাবে
জানি গো—
টুটিবে স্বপ্ন নিঠুর অন্ধকারে ॥
বিশুষ্ক তরুর বিশীর্ণ শাখায়
উঠুক জ্বলি—
সবুজ-বহ্নির লক্ষ শিখা
অশ্রুত ঝঙ্কারে ॥
নিরুদ্ধ কণ্ঠে বিচিত্র মন্ত্রে
উঠুক দুলি—
নাগপাশভার সুরভিত ফুলহারে ॥
কঙ্কন কনকনে নূপুর নিক্কণে
আজি জাগো গো
আরতি-মুখর শুভ্র প্রভাত-তীরে ॥
পলাশ-হিন্দোলে অশান্ত হিল্লোলে
জাগো গো—
অলি-গুঞ্জিত মলয় সমীরে ॥
শতেক বরণের উছল প্লাবনে
আজি ভেসে যাক্‌
দুঃখের ভ্রূকুটী ভয়াল—
মুক্তির পারাবারে ॥
সুরের ঝঞ্ঝায়, চকিত বন্যায়
আজি ভেসে যাক্‌
দীর্ণ বিলাপ সুদূর অস্তপারে ॥

—ভোলানাথ মিত্র।

(চার)

সরমার গান

দোলে দোলে দোলে—
সুন্দর হে, তুমি এসেছ বলে
(মোর) মনোবনে মল্লিকা
দোলে দোলে দোলে।
(আজি) নিখিলের যত প্রেমবাণী

(মোর) পরাণে কে দিল আনি,
আমার ভুবনে তাই গানের প্রদীপ
উঠিল জ্বলে।
দোলে দোলে দোলে ॥
(আজি) তোমার হৃদয় ঘিরে
আমার হিয়া
(যেন) ভ্রমর সম
(শুধু) একটি কথাই ফেরে গুঞ্জরিয়া,
"প্রিয়তম, ওগো প্রিয়তম !"
তুমি এলে আজি মধুরাতে
(তাই) প্রেম এল তব সাথে সাথে,
(তব) আঁখির মিলন লাগি আঁখি মম
(আজি) তন্দ্রা ভোলে।
দোলে দোলে দোলে ॥

—প্রণব রায়।

(পাঁচ)

সরযূর গান

আমার এই অশ্রু-বীণার তারে
তোমার সুরের ধ্বনি জাগাও গো
জাগাও বারে বারে।
(যখন) সব-হারাণো দিনের শেষে
সকল আলো কালোয় মেশে
তোমার কাজল-দিঠি নীরব গীতি
জাগুক অন্ধকারে ॥
যদি ফাল্গুনীতে নাই বাজে এই বীণ,
শ্রাবণ-ধারায় বাজাও তারে,
ওগো হৃদয়-লীন।
অশ্রু যদি পড়েই ঝরে,
গাঁথিও তারে সুরের ডোরে ;
মরণ-সম মোহন বেশে
দাঁড়াও এসে হৃদয়-দ্বারে ॥

—ভোলানাথ মিত্র।

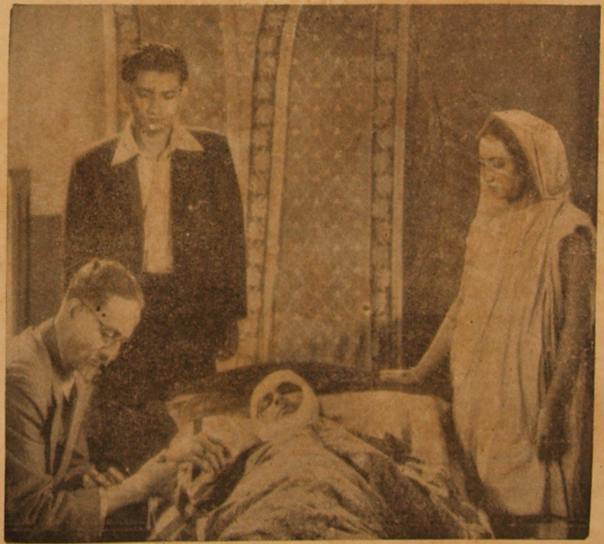

উৎসবে——উপায়নে——উপচারে

বাথ্‌গেটের

সুগন্ধি

ক্যাষ্টর অয়েল

শতাধিক বর্ষব্যাপী প্রসিদ্ধ

কিনিবার সময় নকল হইতে
সাবধান হইবেন

Bathgate & Co.

CHEMISTS
CALCUTTA

সম্পাদক—শ্রীসুধীরেন্দ্র সান্যাল (নিউ থিয়েটার্স)
শ্রীপ্রভাসচন্দ্র দত্ত কর্তৃক ৮৩ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত ও ন্যাশন্যাল লিটারেচার প্রেস, ১০৬ কটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে শ্রীরাজকুমার রায় কর্তৃক মুদ্রিত।
মূল্য: দুই আনা।